রশীদ জামীল

সুখের মতো কান্না

[সুখের মতো কান্না, সিরিজ-১]

একটি চিরন্তন ঘটনার দূরবর্তী ছায়া অবলম্বনে

একটি স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা

[সুখের মতো কান্না, সিরিজ-১]

একটি চিরন্তন ঘটনার দূরবর্তী ছায়া অবলম্বনে

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

চতুর্থ মুদ্রণ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১
দ্বিতীয় সংস্করণ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 8, UK £ 5

প্রচ্ছদ : হিমেল হক

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, প্রথম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 90472 61

SUKHER MOTO KANNA
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

আমাদের ফ্যামিলি বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে নতুন কোনো মেহমান এলে আমার কাছে নাম রেখে দেওয়ার অর্ডার আসে। অর্ডারের সঙ্গে নামের কিছু কোয়ালিটিও বলে দেওয়া হয়। এই যেমন,

—নামটি যেন সুন্দর হয়। (কেউ কি অসুন্দর নাম রাখে নাকি!)

—নামটি যেন আনকমন হয়। (আনকমনের ডেফিনিশনটা আজও বুঝতে পারিনি।)

—নামের অদ্যাক্ষর যেন অ,আ,ই অথবা ক,খ,গ,ঘ... হয়। (বাবা অথবা মায়ের নামের সঙ্গে মিল রাখতে হবে।)

—নামটি যেন অর্থবোধক হয়। (অর্থ ছাড়া কি নাম হয়?)

... ইত্যাদি।

আমি তখন অনেক ভেবেচিন্তে এবং প্রতিভার সবটুকুন উজাড় করে একটা নাম রেখে দেওয়ার চেষ্টা করি। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই নাম হয়তো রিজেক্ট হয়ে গেছে; অথবা সম্পাদনা করা হয়েছে। অবশ্য আমার সৌভাগ্য যে, কিছু নাম সম্পাদনা ছাড়াই বেঁচে আছে। যেমন :

—রুহুল মুবিন

—ফারহাত মুনতাহা

—মুকতাদা তাজকিন জোহান।

———মানুষ হও।

ভূমিকা

বেশ কিছুদিন ধরে মাথায় ঘুরঘুর করছিল আইডিয়াটি। আমাদের জন্মের আগে, বহু আগে এই পৃথিবীতে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। লোমহর্ষক অনেক কাহিনি। কিছু হারিয়ে গেছে। কিছু রয়ে গেছে কালের সাক্ষী হয়ে। হাজার হাজার বছর আগের সেই গল্পগুলো একুশের মতো করে লিখে ফেললে কেমন হয়?

একটি চিরন্তন ঘটনার দূরবর্তী ছায়া অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসের মূল আইডিয়াটি কোত্থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, এটা খুঁজে বের করবেন পাঠক। আর সচেতন পাঠককে খুব একটা খোঁজাখুঁজি করতে হবে বলেও মনে হয় না।

রশীদ জামীল
সিলেট, ১০ নভেম্বর ২০১০
rjsylbd@yahoo.co.uk

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

উপন্যাস লিখে দেওয়ার জন্য *কালান্তর* প্রকাশকের চাপ ছিল। আমিও শুধু 'আচ্ছা আচ্ছা' করছিলাম। মনে পড়ল *সুখের মতো কান্নার* কথা। বইটি একুশে গ্রন্থমেলা ২০১০-এ *প্রতিভা প্রকাশ* থেকে বের হয়েছিল। প্রত্যাশার চেয়ে বেশি স্নাত হয়েছিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অনেক তাগিদ পাচ্ছিলাম। কিন্তু লিখব লিখব করেও লেখা আর হয়ে উঠছিল না। আবুল কালাম আজাদের আগ্রহে মনে হলো দ্বিতীয় খণ্ডটা এবার লিখে ফেলা যায়।

তখন বইটি ছাপাই হয়েছিল হাজার খানেক। তার মানে, মাত্র কয়েকশ পাঠকের পড়া হয়েছিল। এখন দ্বিতীয় খণ্ড যদি আরও বেশি পাঠকের হাতে যায়, যাদের প্রথম অংশ পড়া নেই, তাঁরা তো কাহিনির আগামাথা কিছুই বুঝতে পারবেন না। কী করা যায়?

প্রকাশকের প্রস্তাব, 'ভাই, উভয় খণ্ড এক মলাটে করে ফেললে কেমন হয়'? আমি বললাম, খুব একটা ভালো হয় না। যারা প্রথম খণ্ড কিনে পড়েছেন, একই বই তাঁদের দ্বিতীয়বার কিনতে বাধ্য করা তো অন্যায়।

—তাহলে কী করতে বলেন?

—যেহেতু প্রথম খণ্ড অনেক বছর থেকেই আর বাজারে নেই, সুতরাং সেটা আগে নতুন করে বের করা যায়। তাহলে বইমেলায় দ্বিতীয় খণ্ড আলাদাভাবে প্রকাশ করলে আর কোনো সমস্যা হবে না।

আশা করছি ২০১৯ বইমেলায় *সুখের মতো কান্না* দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

রশীদ জামীল
নিউ ইয়র্ক, নভেম্বর ২২, ২০১৮
rjsylbd@yahoo.co.uk

পরপর তিন রাত একই স্বপ্ন দেখল রোহান।

স্বপ্নের শেষ পর্যায়ে এসে তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙার পর সে আবিষ্কার করে তার সারা শরীর ভেজা, যেন এইমাত্র ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে অবস্থা। তখন প্রচণ্ড তৃষ্ণা পায় তার। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের রমজান মাসে বিকেল চারটার দিকে যেভাবে বুক শুকিয়ে যায়, মনে হয় একফোঁটা পানি না হলে কলিজা ফেটে মরেই যেতে হবে—তেমন তৃষ্ণা।

আজ তৃতীয়বারের মতো স্বপ্নটা দেখল রোহান। রাত তখন ৩:২২ মিনিট। পরপর তিন গ্লাস পানি পান করল সে। স্বপ্নটিকে একটু নাড়াচাড়া করতে লাগল। এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কেন দেখবে সে? আর এর মানেই-বা কী হতে পারে?

নিজে নিজে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করল সে। এমনও তো হতে পারে যে, তার অবচেতন মন পুরো ব্যাপারটি কল্পনা করে সাজিয়ে নিয়েছে; তারপর স্বপ্নের মোড়কে ভরে সেটাকে সামনে এনে উপস্থাপন করেছে—ঘুমের মধ্যে।

এই ব্যাখ্যা সে নিজে নিজেই বাতিল করে দিলো। এ জাতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রথমে বিষয়টিকে সামনে আসতে হবে। সেটা বাস্তবে হোক অথবা কল্পনায়। তার পর সেটি নিয়ে ভাবতে হবে। তাহলেই হয়তো এক সময় ভাবনাগুলো শিকড় গেড়ে বসবে মনের ভেতরে। তার পর স্বপ্নের মাধ্যমে অস্তিত্ব তৈরি করে ঘুমের মধ্যে এসে হাজির হবে। রোহান তো এ জাতীয় চিন্তাভাবনার ধারেকাছেও যায়নি কখনো। সুতরাং এ ব্যাখ্যা বাতিল।

আরেকটি সম্ভাবনাও থাকতে পারে, আসলে এর কোনো ভিত্তিই নেই। তার দুর্বল চিত্ত তাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাচ্ছে। আর এই চেষ্টাটা করছে বিপরীত অ্যাঙ্গেল থেকে।

একজন মানুষকে দুভাবে কাবু করা যায় :

এক. বেশি কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে;

দুই. স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি খুশি করে ফেলার মাধ্যমে।

দুটি পন্থতিই মোটামুটি খতরনাক। যেমন :

একলোক, তার যা কিছু ছিল : জমিজমা, বাড়িঘর, সবকিছু বিক্রি করে ব্যবসা করার জন্য (মনে করা যাক) ৫০ লাখ টাকা একত্র করেছে। এখন যদি ছিনতাইকারী তার সব টাকা নিয়ে যায়, তাহলে এই লোকের হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। একইভাবে 'নুন আনতে পানতা ফুরোয়' টাইপ গরিব কাউকে যদি হঠাৎ ১ কোটি টাকা ধরিয়ে দেওয়া হয়; অথবা 'যদি লাইগ্যা যায়', তাহলে এই লোকেরও মাথার তার ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মানুষ অতি সুখ বা অতি দুঃখ, কোনোটাই নিতে পারে না। মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট বা আনন্দ, দুটোই বিপজ্জনক। দুভাবেই মানুষকে ঘায়েল করা যায়। রোহান ভাবছে, তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থতিই অবলম্বন করা হয়ে থাকতে পারে। নাগালের বাইরের কিছু তার সামনে তুলে ধরে তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হতে পারে।

অবশ্য এই সম্ভাবনাও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারল না সে। ব্যাপারটি এমন হলে পরপর তিন রাত একই ব্যাপার ঘটত না। কাকতালীয় বলেও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, কাকতালেরও একটা তাল থাকে।

তাহলে কী হতে পারে?

রোহানের বাবার নাম রায়হান চৌধুরী। ধর্মকর্ম করা মানুষ। তবে ধর্মের যেকোনো তত্ত্ব তাঁর সামনে রাখা হলে তিনি সেটাকে যুক্তির পোশাক পরিয়ে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখেন। 'স্বপ্ন' ব্যাপারটি নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী ভাবনাগুলোও যথেষ্ট যৌক্তিক হয়।

রোহানের বয়স নয়; অথচ তার চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বড়দের মতো। যেকোনো ব্যাপারকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ছোট্ট রোহান পুরোপুরিই রপ্ত করে ফেলেছে। বাবা জীবিত থাকতেই বাবার এই গুণটি সে পেয়ে গেছে উত্তরাধিকার সূত্রে।

সেদিন বাবার মুখে রোহান শুনেছে স্বপ্ন মোট তিন প্রকারের হয় :

১. সত্য স্বপ্ন

স্রষ্টা মানুষকে মাঝেমধ্যে স্বপ্নে বিভিন্ন ইঙ্গিত করেন। অনেক সময় বিপদাপদের জন্য আগাম সতর্ক করে দেন। বেশিরভাগ মানুষই সেটা বুঝতে পারে না। তারা

স্বপ্নকে নিছক স্বপ্ন ভেবে হালকা করে উড়িয়ে দেয়।

২. অসত্য স্বপ্ন

মিস্টার ইবলিস বলে ভয়াবহ ক্ষমতাবান এক প্রজাতি আছে। তার আরেক নাম আজাজিল। সে মানুষের রগে-রেশায় বিচরণ করার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতাও সে স্রষ্টার কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। ঘটনাটি ছিল এভাবে—

আল্লাহপাক যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন, তখন ইবলিস ছিল ফেরেশতাদের লিডার। আল্লাহ বললেন, 'সবাই আদমের সামনে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে মাথা নত করো। আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে তোমরা সম্মান করো।'

সবাই সম্মান করল। শুধু ইবলিস যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

আল্লাহপাক তাকে বললেন, 'কী হলো? তুমি আদমকে সম্মান করছ না কেন?'

ইবলিস বলল, 'আমি তো আদমকে মাথা নত করে সম্মান জানাতে পারি না।'

আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

সে বলল, 'আমি যে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ।'

আল্লাহ বললেন, 'ও আচ্ছা, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

সে বলল, 'মানুষকে আপনি সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে; আর মাটির গুণ হলো নিম্নমুখী। একখণ্ড মাটিকে উপর দিকে ছুড়ে মারলে সেটা আবার নিচে নেমে আসে। আর আমাকে তৈরি করেছেন আগুন দিয়ে। আগুন হলো ঊর্ধ্বমুখী। সুতরাং আমি আপনার আদম থেকে শ্রেষ্ঠ।'

আল্লাহ বললেন, 'তাহলে তুমি আদমকে সম্মান জানাবে না?'

শয়তান বলল, 'সরি আল্লাহ। আমি সেটা পারব না।'

—আমার নির্দেশ অমান্য করার পরিণাম তুমি জানো?

—হ্যাঁ, জানি।

—তবু তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অনড়?

—হ্যাঁ।

—তবে যাও। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। চিরদিনের জন্য তোমার গলায় অভিশাপের মালা পরিয়ে দেওয়া হলো।

শয়তান বুঝে গেল তার যা হবার হয়ে গেছে। আল্লাহর মুখ থেকে কোনো কথা একবার বেরিয়ে গেলে সেটার আর নড়চড় হয় না।

সে বলল, 'ঠিকাছে, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমি তো হাজার হাজার বছর আপনার উপাসনা করলাম। বিনিময়ে আমি কি আপনার কাছে কিছু চাইতে পারি না?'

আল্লাহ বললেন, 'কী চাও তুমি?'

সে বলল, 'মানুষকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা।'

—আর?

—তাদের অন্তরে প্রবেশ করার ক্ষমতা।

—আর?

—কিয়ামত পর্যন্ত আয়ু।

—আর?

—সুস্থতা। স্থায়ী সুস্থতা।

—আর কিছু?

—আর কিছুর দরকার নেই আমার। এতেই যথেষ্ট হবে।

আল্লাহ বললেন, 'কী যথেষ্ট হবে?'

শয়তান বলল, 'যে মানবজাতির জন্য আজ আমার এই দুর্গতি, আমি সেই জাতিকে শান্তিতে থাকতে দেবো না। সবগুলোকে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলব। সবাইকে আমার দলে ভেড়াব।'

আল্লাহ বললেন, 'তাই নাকি?'

শয়তান বলল, 'হ্যাঁ।'

আল্লাহ বললেন, 'আমি তোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। দেখি তুই কতটুকু কী করতে পারিস। তবে একটি কথা মনে রাখিস—যারা আমার প্রকৃত বান্দা হবে, তুই তাদের ধারেকাছেও ভিড়তে পারবি না। আর যারা তোর কুমন্ত্রণায় ভ্রান্ত পথে পা বাড়াবে, আমি তাদেরও তোর সঙ্গে জাহান্নামের সঙ্গী বানাব...'

...সেই থেকে ইবলিস শয়তান মানুষের মনের ভেতরে, শরীরের শিরা-উপশিরায় বিরাজ করার ক্ষমতা নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সে মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে মানুষকে নষ্ট করার যাবতীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করে। মাঝেমধ্যে স্বপ্নেও মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। রোহান ভাবছে, তার স্বপ্নে শয়তানের কোনো হাত আছে কি না!

৩. খেয়ালি স্বপ্ন

মানুষ সারা দিন যা ভাবে, রাতে সেই ভাবনাগুলো স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। সারা দিন গার্লস স্কুলের সামনে ঘোরাঘুরি করেছে। রাতে স্বপ্নে দেখতে পারে—যে মেয়েটিকে দেখবার জন্য ভরদুপুরে স্কুলের গেইটের সামনে দাঁড়িয়েছিল সে, সেই 'অনামিকা' তার সঙ্গে তার বেডে...

এই ব্যাখ্যাও বাতিল। রোহান এই ধরনের উদ্ভট কোনো চিন্তাভাবনা সারা দিন কেন, সারা জীবনেও করেনি। তাহলে স্বপ্নটার ব্যাখ্যা কী হতে পারে? অস্থির হয়ে উঠল সে। বাকি রাত নির্ঘুম কাটল ছেলেটির।

ভোর হবার পর অস্থিরতা বেড়ে গেল আরও। স্বপ্নটা কাউকে বলা দরকার। এমন কাউকে, যিনি সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। যে কাউকে স্বপ্ন বলা ঠিক না। হিতে বিপরীত হতে পারে। আবার নিজের মনগড়া পথে স্বপ্নের ইঙ্গিত ধরে অগ্রসর হলে বিপদও হতে পারে। কিছুদিন আগে একটি বইয়ে তেমন একটি ঘটনার কথা পড়েছে সে। ঘটনাটি হলো,

এক গরিব কাঠুরিয়া স্বপ্নে দেখল জঙ্গালের মধ্যখানে আগুনের লেলিহান শিখা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে! স্বপ্নটা দেখে ভীষণ ভড়কে গেল সে! স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য সে গেল সিরিন সাহেবের কাছে। সিরিন সাহেব হলেন একজন সাইকোলজিস্ট। 'স্বপ্ন' ব্যাপারটির স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে ৪১ বছর রিসার্চ করেছেন তিনি। স্বপ্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থও লিখেছেন।

লোকটি সিরিন সাহেবের কাছে যেয়ে বিস্তারিত বলার পর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, 'স্বপ্নটা তো তুমি রাতে দেখেছ—তাই না?'

সে বলল, 'জি।'

—গভীর রাতে?

—হ্যাঁ।